SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

Department of Philosophy

Subject- Indian Philosophy

পাঠ পর্যালোচনা – ভারতীয় দর্শনের প্রাথমিক ধারণা

POWERPOINT PRESENTATION

BY

Mousumi Mandal

(State Aided College Teacher)

দর্শন কি ?

দর্শন শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল-

দৃশ (ধাতু) + অনট (প্রত্যয়) = দর্শন(দেখা)

PHILOSOPHY

PHILOS শব্দের অর্থ- Love বা অনুরাগ

SOPHIA শব্দের অর্থ- Knowledge বা জ্ঞান

দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি

সমষ্টিগত কল্যাণকামী
জীবনের প্রকৃত অর্থ
মোক্ষ লাভের পথপ্রদর্শক

ভারতীয় দর্শনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় দর্শন বলতে ভারতীয় উপমহাদেশে গড়ে উঠা দার্শনিক ঐতিহ্যকে বোঝানো হয়। এই দর্শনগুলোতে নানা রকম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম ও দর্শনের মাঝে গভীর সংযোগ থাকায় আধ্যাত্মিক পটভূমিকা ভারতীয় দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় দর্শনগুলো ধর্ম, কর্ম, সংসার, পুনর্জন্ম, দুঃখ, ত্যাগ, ধ্যানের মতো অনেকগুলো ধারণা প্রকাশ করে, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মাকে সংসার ও দুঃখ থেকে চিরমুক্তি (মোক্ষ বা নির্বাণ) লাভ করা। একমাত্র চার্বাক দর্শন ব্যাতিত অপরাপর দর্শনগুলোতে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। জগৎ ব্যাখ্যার চেয়ে জীবন ব্যাখ্যায় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এই দর্শনগুলোতে আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে মোক্ষ অর্জনই জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ অর্জনের মাধ্যমে অত্যন্তিক দুঃখমুক্তিই পুরুষার্থ। তবে আত্মার চৈতন্যের প্রকৃতি এবং দুঃখ মুক্তির চূড়ান্ত পথ কেমন হবে সেই ধারণা সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে।

সহজে

ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য

১। সম্প্রদায় নির্ভরতা
২। অতীত নির্ভরতা
৩। সূত্র নির্ভরতা
৪। ধর্ম নির্ভরতা
৫। কর্মবাদ ও মোক্ষচিন্তা
৬। রচনা বা যুক্তিপদ্ধতি: পূর্বপক্ষ, নিবাকর, যুক্ত সিদ্ধান্ত

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখাগুলো নিচে ছকের সাহায্যে দেখানো হয়েছে

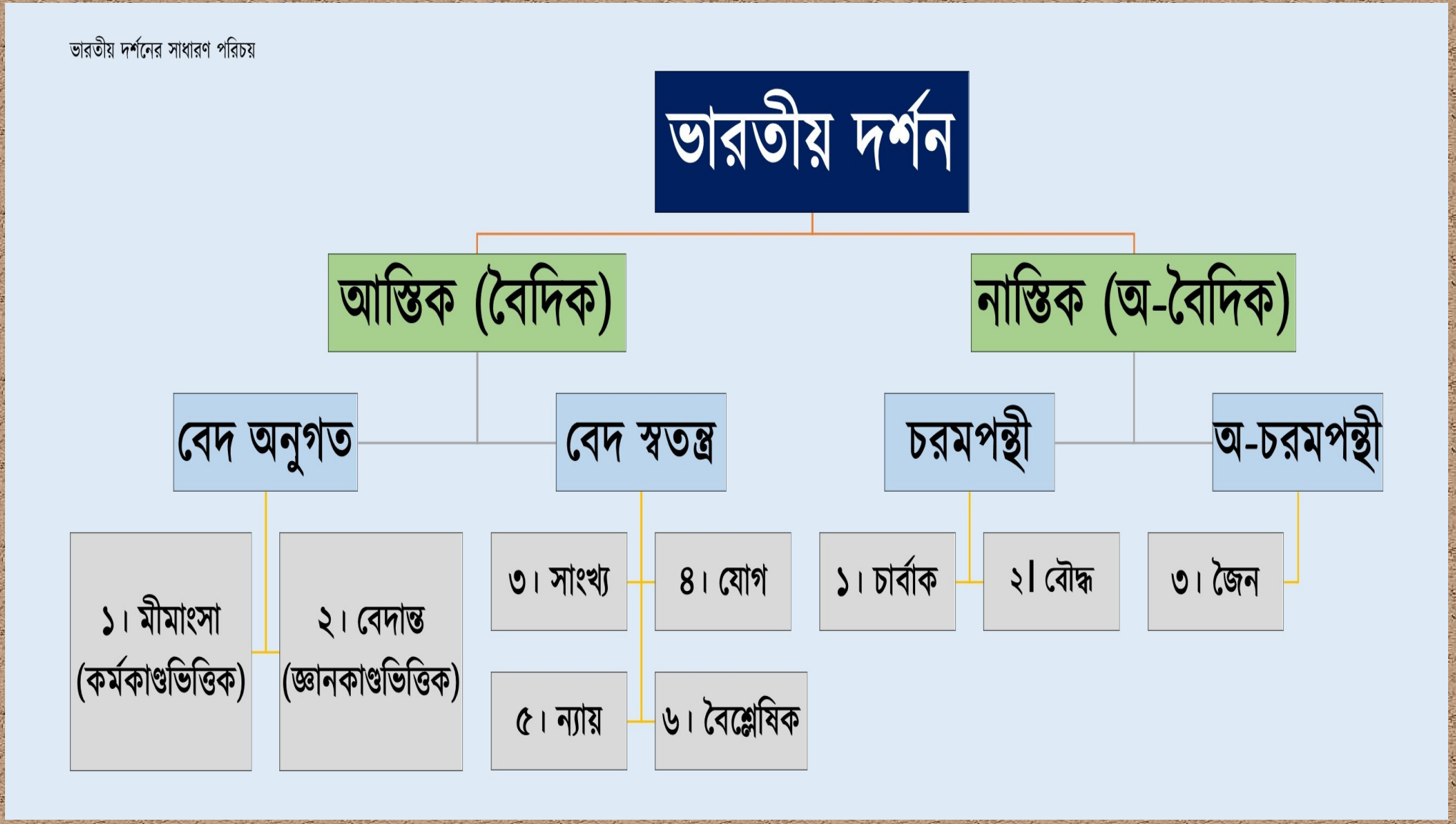

ষড়দর্শন(আস্তিক) সমূহের প্রাথমিক ধারণা

সাংখ্য দর্শন: সাংখ্য দর্শন এর প্রতিষ্ঠাতা কপিল মুনি। মূলগ্রন্থ - সাংখ্যপ্রবচন সূত্র; সাংখ্য কারিকা। সাংখ্য _কারিকার ভাষ্যকার ছিলেন বাচস্পতি মিশ্র। এই দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতবাদী তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই দর্শন অনুযায়ী পুরুষ ও প্রকৃতি, এই দুইয়ের সংযোগে মহাবিশ্ব গঠিত হয়েছে। বেদের মান্যতা থাকায় এই দর্শন আস্তিক শাখায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই দর্শনকে অন্যান্য দর্শন গুলোর তুলনায় প্রাচীনতম দর্শন বলা হয়।

যোগ দর্শন: যোগ দর্শন এর প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি পতঞ্জলি। মূলগ্রন্থ - যোগসূত্র। প্রধান ভাষ্যকার ছিলেন বেদব্যাস বা বাদরায়ণ। সাংখ্যের অনুরূপ একটি দর্শন (বা সম্ভবত এটির একটি শাখা) যা একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণাকে গ্রহণ করে এবং যোগানুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই দর্শনে ধ্যান, সমাধি ও কৈবল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই দর্শন পাতঞ্জল যোগদর্শন নামেও পরিচিত।

ন্যায় দর্শন: ন্যায় দর্শন এর প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম। মূলগ্রন্থ - ন্যায়সূত্র। ভাষ্যকার ছিলেন বাৎস্যায়ন। এই দর্শনে ‘প্রমাণ’ বা জ্ঞানের উৎসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নৈয়ায়িকগণ কর্মবাদে বিশ্বাসী।

বৈশেষিক দর্শন: বৈশেষিক দর্শন এর প্রতিষ্ঠাতা মহির্ষি কণাদ। মূলগ্রন্থ - বৈশেষিক সূত্র। ভাষ্যকার ছিলেন প্রশস্তপাদ। পরমাণুবাদের একটি অভিজ্ঞতাবাদী শাখা।

মীমাংসা দর্শন: মীমাংসা দর্শন এর প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি জৈমিনি। মূলগ্রন্থ - মীমাংসাসূত্র। প্রধান ভাষ্যকার ছিলেন শবরস্বামী। বেদের দুটি প্রধান বিভাগ হচ্ছে পূর্বকাণ্ড বা কর্মকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড। এই দর্শন পূর্বকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে একে ‘পূর্ব-মীমাংসা’-ও বলা হয়। মীমাংসা দর্শন কর্মবাদে ঘোরতর বিশ্বাসী। অর্থোপ্র্যাক্সির একটি কৃচ্ছ্রসাধন-বিরোধী ও মরমিয়াবাদ-বিরোধী শাখা। মীমাংসকগণ বস্তুবাদী এবং বহুত্ববাদী।

বেদান্ত দর্শন: বেদান্ত দর্শন এর প্রতিষ্ঠাতা ঋষি বাদরায়ণ; মূলগ্রন্থ - ব্রহ্মসূত্র। এই দর্শন উপনিষদের উপর অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উত্তরকাণ্ডের উপর সাক্ষাৎভাবে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য একে 'উত্তর-মীমাংসা'-ও বলা হয়। মধ্যযুগের পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দুধর্মে বেদান্ত দর্শন প্রাধান্য বিস্তার করে। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারের মধ্যে শঙ্করাচার্য, রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক ও মাধ্বাচার্য উল্লেখযোগ্য। শঙ্করাচার্যের বেদান্ত ভাষ্য 'অদ্বৈতবাদ' নামে খ্যাত। অপরদিকে রামানুজের ভাষ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে খ্যাত। উভয় ভাষ্যই ব্রহ্মকে পরমসত্য বলে স্বীকার করলেও অদ্বৈতমতে জগৎ হচ্ছে মিথ্যা বা মায়া। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতমতে জগৎ ব্রহ্মের অন্তর্গত এবং ব্রহ্মের মতো পূর্ণসত্য না হলেও মিথ্যা বা মায়া নয়। এখানে মিথ্যা বলতে, যা সৎ নয়, অসৎ নয়, অনুভয নয়, অর্থাৎ যা অবাচ্য তা বুঝানো হয়। এছাড়াও অদ্বৈত (অ-দ্বৈতবাদ), বিশিষ্টদ্বৈত (যোগ্য অদ্বৈতবাদ), দ্বৈত (দ্বৈতবাদ), দ্বৈতাদ্বৈত (দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদ), শুদ্ধাদ্বৈত, এবং অচিন্ত্য ভেদ অভেদের উপ-শাখাগুলোর মধ্যে বিভক্ত করা হয়েছিল।

নাস্তিক দর্শন সমূহের প্রাথমিক ধারণা

চার্বাক দর্শন

চার্বাক দর্শন যা লোকায়ত দর্শন নামেও পরিচিত। এ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে ঐকমত নেই। সাধারণভাবে গুরু বৃহস্পতিকে এই দর্শনশাস্ত্রের প্রবর্তক হিসাবে মনে করা হয়। আবার অনেকের মতে চার্বাক ঋষি এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। জয়রাশিভট্টের 'তত্ত্বোপল্লবসিংহ' কে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি ভারতীয় বস্তুবাদের একটি প্রাচীন দর্শন। ভারতীয় অন্যান্য দর্শনগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য- আধ্যাত্মিকতার বিপরীতে চার্বাক দর্শনই বস্তুবাদী চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছে। এই দর্শনটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। চার্বাক জ্ঞানের সঠিক উৎস হিসাবে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, অভিজ্ঞতাবাদ এবং শর্তসাপেক্ষ অনুমানকে স্বীকার করেন, দার্শনিক সংশয়বাদকে গ্রহণ করেন এবং আচারবাদ ও অতিপ্রাকৃতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন। এটি ছিল প্রাচীন ভারতে একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস ব্যবস্থা।

বৌদ্ধ দর্শন

এই দর্শন আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে।বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তি গৌতম বুদ্ধের উপদেশ ও বোধিলাভ। বুদ্ধদেব এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তার দর্শন লিপিবদ্ধ করেন নি। তাই এই দর্শনের মূলগ্রন্থ বলে কিছু নেই। এই দর্শন দুইটি প্রমাণ স্বীকৃত - প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ।

জৈন দর্শন

এই দর্শন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই দর্শনের ভিত্তি তীর্থঙ্কর বা সিদ্ধপুরুষ বলে পরিচিত চব্বিশজন ধর্মগুরুর উপদেশ ও বোধিলাভ। বেদ বিরোধি হলেও জৈনগণ তীর্থঙ্করদের উপদশকে প্রামাণ্য হিসেবে মান্য করেন। এই তীর্থঙ্করদের প্রথম হলেন ঋষভদেব এবং সর্বশেষ হলেন বর্ধমান বা মহাবীর।মহাবীর বৌদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

দর্শনর কিছু ঐতহ্যবাহী ছবি

প্রাথমিক উপনিষদের চিন্তাধারার সাথে যুক্ত একজন গুরুত্বপূর্ণ বৈদিক ঋষি ।

জৈন দর্শন তীর্থঙ্করদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল , বিশেষত পার্শ্বনাথ (আনুমানিক 872-772 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এবং মহাবীর (সি. 549-477 খ্রিস্টপূর্বাব্দ)।

বৌদ্ধ দর্শন (গৌতম বুদ্ধ)

শিখ দর্শন গুরু গোবিন্দ সিং (সি. 1666-1708 সিই) দ্বারা বিকশিত হয়েছিল ।

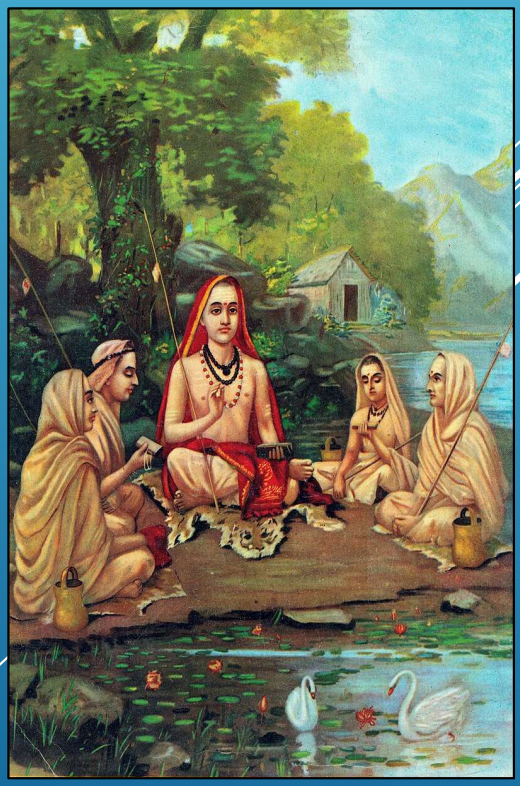

তথ্য ঋণ স্বীকার

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8

https://www.britannica.com/topic/Indian-philosophy

Thank you